সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
- সিস্টেম এনালিষ্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
- প্রোগ্রামার
- মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
- সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
- নথি

ডাইরি নং...........
তারিখ 24.01.21
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
আইন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২৮.[illegible].০০৫.২০-৫০৭

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
০১ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (জিআরএস) সংক্রান্ত নভেম্বর মাসের তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.২২২.০৩৫.১৫-০৫ তারিখ: ০৭/০১/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৫টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। নভেম্বর/২০২০ মাসে প্রাপ্ত ৫টি অভিযোগই নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:বর্ণনামতে।

01/12/20

মোঃ আবদুর রৌফ খান
যুগ্ম সচিব (আইন)
ফোন: ৯৫৮৪১২৭
ই-মেইল: jslaw@rthd.gov.bd

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ উপসচিব, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা)

অনুলিপি:

০১। সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
www.rthd.gov.bd

মাসের নাম : নভেম্বর ২০২০

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০% (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫				৫	-	**১. (ID-9863)** I am assaing to my driving licence last year February month but still i ma not getting my Driving licence. can you please let when i will get it. **জবাব:** বিআরটিএ'র পর্যাপ্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড না থাকায় ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট বন্ধ রয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য যে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ (Acknowledgement Slip) এর মাধ্যমে যানবাহন চালাতে পারবেন। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে পুনঃরায় ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট শুরু হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। **২. (ID-9865)** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় সিলেট-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা ময়মনসিংহ-শেরপুর-দেওয়ানগঞ্জ-গাইবান্ধা মহাসড়ক প্লাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এই মহাসড়কটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং ভৌগলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি সুষম মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। জানা যায় যে, প্রায় ২৬০ কিলোমিটার মহাসড়কটিতে প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) যানবাহন চলাচল করে।			১০০%

						ভৌগলিকভাবে, গাইবান্ধা জেলার সাথে সিলেট জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ তৈরি হবে। বাণিজ্যিকভাবে, নকুগাঁও স্থলবন্দর (নকলা, শেরপুর), ধনুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর (বকশীগঞ্জ, জামালপুর), গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর (হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ),তামাবিল স্থলবন্দর (গোয়াইনঘাট, সিলেট), শেওলা স্থলবন্দর (বিয়ানীবাজার, সিলেট), ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর (কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট), আখাউড়া স্থলবন্দর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ইত্যাদি স্থলবন্দরসমূহের সাথে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা পোর্টের (আশুগঞ্জ নদীবন্দর হয়ে) একটি মহাসড়ক আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। এতে এই অঞ্চলসমূহের মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে জীবনমানের উন্নয়ন হবে। পাশাপাশি, উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ যেমনঃ গাইবান্ধার বর্ধনকুঠি, বালাসীঘাট; জামালপুরের শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী, গারো পাহাড় লাউচাপড়া; শেরপুরের গজনী, মধুটিলা, রাজার পাহাড় ও বাবেলাকোণা, নয়াবাড়ির টিলা, পানিহাটা-তারানি পাহাড়, সুতানাল দিঘী; ময়মনসিংহের শশী লজ, আলেকজান্ডার ক্যাসেল, জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ী; নেত্রকোণার বোয়াইলবাড়িদূর্গ, রাণীখং মিশন, কমলা রাণী দিঘী, বিজয়পুর; সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়, হাসন রাজার জমিদার বাড়ী, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম এর বাড়ী; ও সিলেটের চা-বাগান, তামাবিল, জাফলং, হাকালুকি হাওড়, রাতারগুল ইত্যাদি পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানসমূহে সড়কের মাধ্যমে সরাসরি ভ্রমণ সুবিধা সহজতর হয়ে দেশের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে জীবনমান উন্নয়নে উক্ত মহাসড়কটির নির্মাণ/উন্নয়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। বর্তমানে বন্যা ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বর্ণিত অঞ্চলসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন হয়েছে এবং জনমানুষের একটি বিরাট অংশ জীবিকা হারিয়ে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে মর্মন্তুদ জীবনযাপন করছে। এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, পরিবহন ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি,পরিবহন ব্যয়ের হ্রাস, পর্যটন ব্যবসারউন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার তথা জনমানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। ফলে এটি বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ওকোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতাকে টেকসই করবে।উক্ত প্রকল্পটি প্লাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর অধীনে সম্পন্ন হবে বলে জানা যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকল্পটির কোন অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। এ বিষয়ে বাস্তব অগ্রগতি কতদূর এবং কবে নাগাদ মহাসড়কের কাজ শুরু হবে? **জবাব:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে বিষয়োল্লিখিত প্রকল্পটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে (ক্রমিক নং-৮)। তবে প্রকল্পটি পিপিপিতে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদের অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি (সিসিইএ) এর অনুমোদন লাভ করেনি। উল্লেখ্য, সিসিইএ তে অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটির প্রাপ-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Pre-Feasibility Study) সম্পন্ন করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রাপ-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পর প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা			

					করা হবে। উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পটি পিপিপি প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা যাচাই করা হবে। বাস্তবায়নযোগ্য হলে প্রকল্পটির প্রস্তাব সিসিইএ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা হবে। **৩. (ID-9866)** সবিনয়ে নিবেদন এই যে আমরা আবদুল্লাহ মিয়ার হাট বাসী যখন থেকে জানতে পারলাম, নোয়াখালীর সাথে চট্টগ্রাম এর যোগাযোগ ব্যাবস্থা আরো সহজিকরণ এর জন্য সোনাপুর সোনাগাজী ও জোরারগঞ্জ সড়ক চালু হবে তখন থেকে আমরা অনেক বেশি আনন্দত। কিন্তু সড়কের কিছু অংশ শেষ হওয়ার পরও পূর্ণাঙ্গ ভাবে সড়কের কাজ শেষ হয় নাই। কবে নাগাদ এই সড়ক কাজ শেষ হবে এবং যানবাহন চলাচল করবে তা জানতে চাই। রাস্তার প্রসস্থ কতটুকু বা রাস্তা কি আর সম্প্রসারণ করা হবে কিনা তা জানার জন্য মহোদয়ের যেন আর্জি হয়। এবং রাস্তায় প্রচুর বাঁক রয়েছে যা অনেক দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে। বাঁকগুলো যেন সোজা করা যায় সে দিকেও একটু সুদৃষ্টি কামনা করছি। **জবাব:** উপরে উল্লেখিত সোনাপুর(নোয়াখালী)-সোনাগাজী(ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়কের নোয়াখালী অংশের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেনী সড়ক বিভাগাধীন অংশে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় পরিশোধের জন্য সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। সড়কটি ১৮ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যানবাহনের সংখ্যা ও নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অনুসারে সড়কটি আরও প্রশস্তকরণ করা হবে এবং সড়কে বাঁক সোজা করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। **৪. (ID-9872)** আমাদের জনগণের দাবী চট্টগ্রামসহ হাটহাজারী এবং রাউজান সংযোগ স্থল কাগতিয়া আজিমারঘাট এবং গড়দুয়ারা এবং উত্তর মাদারশার মধ্যেভর্তি স্থান নৌকা পারাপারের জায়গায় হালদার নদীতে 3য় bridge টির কাজ এ মাস হতে শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছি অনেক আবেদন করেছি, বাজেট ও হয়েছে শুধু কাজ শুরু হয়নি। তাই দ্রুত কাজ শুরু করে জনগণের দীর্ঘ দিনের দুর্ভোগ দুরীভিত করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং তৃতীয় সংযোগ স্থাপন করে। সংযুক্ত রোড গুলো developed করে দিলে শহরের সাথে বদিউল আলম হাট হয়ে ফতেয়াবাদ স্কুল হয়ে শহরের সাথে সুন্দর যোগাযোগ স্থাপন হবে তাই আগামী শীতকালীন মৌসুমের ভেতর ব্রীজের কাজ কমপ্লিট করার আহ্বান জানাচ্ছি। এতে সরকার জনগণ বেবসায়ি এবং শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘব হবে। সবার উন্নতি হবে। তাই আমাদের আবেদন ডিসেম্বর র 1 তারিখ হতে কাজ শুরু [illegible] দীর্ঘ [illegible] দিনের [illegible] আশা পূরণ করবেন।			

জবাব:
বর্ণিত সড়ক ও সেতুটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত নয়। ইহা এলজিইডি এর আওতাধীন।

৫. (ID-9874)

বান্দরবান লামায় বালির পরিবর্তে মাটি দিয়ে চলছে সওজ এর ১১ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ। অনিয়মের অভিযোগ ঠিকাদারি প্রতিষ্টানের বিরুদ্ধে। লামা(বান্দরবান) প্রতিনিধিঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগের অর্থায়নে লামা উপজেলায় ১১ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলছে ৫ সেপ্টেম্বর এই কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে উক্ত কাজের গুনগত মান নিয়ে একাধিক গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহ বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ করেছে লামার সচেতন নাগরিক মহল। লামা বাজারের চৌরাস্তার মোড় হতে মধুঝিরি পর্যন্ত এই উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে লামা বাজারের প্রাণকেন্দ্র গোপাল বাবুর মোড় হতে মধুঝিরি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান রাস্তা উঁচু ও প্রশস্তকরন, কাজটি বাস্তবায়ন করছে রিমি নির্মান সংস্থা নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিস্টান। এদিকে উক্ত উন্নয়ন কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্টানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে লামার স্থানীয় জনসাধারণ ও সচেতন মহল, উক্ত উন্নয়ন কাজের শুরু হতে নিন্মমানের সিমেন্ট ব্যবহার, নির্ধারিত পরিমাপের চাইতে কম পরিমাপের রডের ব্যবহার, বালি ফিলিং ও সাব বেইজ মেকাডমে তার কার্যাদেশ অনুসারে কাজ না করে নিজেদের ইচ্ছে মত কাজ করছে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লামা বাজারের কয়েজজন ব্যাবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন উক্ত প্রকল্পের কার্যাদেশ মোতাবেক বাজারের যানজট নিরসনের জন্য রাস্তার বাম পাশে ড্রেন নির্মান করার কথা থাকলেও তা মানছেনা ঠিকাদারি প্রতিষ্টান। এ ছাড়াও সরেজমিনে দেখাযায় নিন্মমানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ চলছে, ড্রেন নির্মানের জন্য উন্নতমানের পাথরের কংকর ব্যবহারের কথা থাকলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তা না মেনে ইটের কংকর দিয়ে ড্রেনের ঢালাই কাজ করেছে, নিয়ম মোতাবেক ড্রেনের নিচের অংশের বেইজ ঢালাই ৪ ইঞ্চি হওয়ার কথা থাকলেও তা না মেনে গড়ে ২ ইঞ্চির ঢালাই দিয়ে ড্রেনের কাজ করেছে। কার্যাদেশে যেই সিমেন্ট ব্যবহার কথা তা না করে নিন্মমানের সিমেন্ট ব্যবহার করছে, যেই এমএম এর রড় ব্যবহার করার কথা তা না করে নিন্মমানের রড় ব্যবহার করছে, প্রতিদিনের কাজের তদারকির জন্য উর্ধ্বতন অফিসার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তা অমান্য করে সড়ক ও জনপদ বিভাগ বান্দরবানের কোন প্রকৌশলীর তদারকি ছাড়া অফিসের দারোয়ানের ও একজন কার্যসহকারীর মাধ্যমে কাজ তদারকি করা হয়, যার ফলে কাজের গুনগত মান নিশ্চিত হচ্ছেনা। বালির পরিবর্তে মাটি দিয়ে কাজ করার বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার সোহান জানায়, আমরা কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ করছি, মাটি দিয়ে ভরাট করার বিষয়ে কার্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত কাজে অনিয়ম সহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে , বান্দরবান সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশল বলেন আমি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নতুন যোগদান করেছি, এ বিষয়ে খোজখবর নিয়ে জানাব এবং কোন অনিয়ম থাকলে ব্যাবস্থা গ্রহন করব।

						জবাব: বান্দরবান সড়ক বিভাগের আওতায় পিএম পি (মেজর সড়ক) কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত Periodic Maintenance Programme (PMP-Major) on Chiringya (Fasiakhali) - Lama- Alikadam -Road (Z-1005) (Lama Bazar Link Portion) from 41st KM to 44th KM by Raising, Rigid Pavement Surfacing and other Related works under Bandarban Road Division during the Year 2019-2020 কাজটি বাস্তবায়ন করা হচেছ। ইতোমধ্যে কাজের আওতায় ৩২৫ মিটার আর সি সি ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী অবগত করেন যে, Technical Specification ও দরপত্র শর্তানুযায়ী কাজটি বাস্তবায়িত হচেছে এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুনগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে বর্ণিত কাজের মূল অংশ ১.১০ কি:মি: সড়ক (বর্ষাকালে পানিতে নিমজ্জিত অংশ) উচুঁকরণের কাজ চলছে। চুক্তি অনুযায়ী ও প্রাক্কলনে অন্তর্ভূক্ত দফা অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করা হচেছ। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কে গুনগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী সওজ , ও উপ- সহকারী প্রকৌশলী, সওজ কে কাজের সাইটে উপস্থিত থেকে কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়েছে।			

(মোঃ আবদুর রৌফ খান)
যুগ্মসচিব (আইন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস
ফোন: ৯৫৮৪১২৭